17

তারিখ ... 29 AUG 1998 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৩ ...

ভোরের কাগজ

রাঙ্গামাটিতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে জনসংহতি সমিতি ও স্থানীয় সরকার পরিষদের মধ্যে বিরোধ

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি : গতকাল অনুষ্ঠিত হওয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের পরীক্ষা নিয়ে রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। গত বছরের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা জনসংহতি সমিতির অনুরোধসহ প্রচ্ছন্ন হুমকি সত্ত্বেও স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করায় এ বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে।

জনসংহতি সমিতির ক্রমাগত বিরোধিতার মুখে রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান চিংকিউ রোয়াজা তার অফিস কক্ষে গতকাল সন্ধ্যায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সাংবাদিকদের কাছে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। চেয়ারম্যান চিংকিউ রোয়াজা বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে রাঙ্গামাটি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। কিন্তু জনসংহতি সমিতি নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান, অন্যান্য জেলার বাসিন্দাদের কাছ থেকে দরখাস্ত গ্রহণ এবং উপজাতীয়দের জন্য চাকরির বয়সসীমা ১০ বছর শিথিল না করার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে এসব অসংগতি সংশোধন না করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত নিয়োগদান করা হলে তার পরিণতির জন্য পরিষদই দায়ী থাকবে। এ ব্যাপারে চিংকিউ রোয়াজা তার বক্তব্যে স্পষ্ট করে বলেন, সরকারি নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করা হবে না। স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯-এর সংশোধনী সংসদে পাস হলেও সরকার তা এখনো গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কার্যকর না করায় পূর্বের নিয়ম-অনুযায়ী স্থায়ী বাসিন্দা সনদের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক বা সার্কেল চিফের সনদ বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ১০ বছর শিথিলের আদেশ ১৯৯২ সালে সরকারি আদেশ দ্বারা বাতিল করা হয়েছে বলে চিংকিউ রোয়াজা সাংবাদিকদের জানান।

জনসংহতি সমিতি কর্তৃক পাঠানো চিঠির ভাষার ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে চেয়ারম্যান রোয়াজা বলেন, অফিসিয়াল ক্ষেত্রে এ ধরনের ভাষা দুঃখজনক, নিন্দনীয় ও অগণতান্ত্রিক।